ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 19 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি গার্লস স্কুলে বিতর্ক

হযরত খান

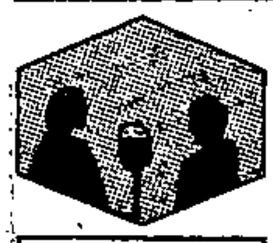

বিতর্ক কর্নার

রাজধানী ঢাকার যে কটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতর্ক চর্চাকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়, তার মধ্যে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ অন্যতম। এখানে বিতর্ককে সহপাঠ হিসেবে পড়ানো হয়। স্কুল পর্যায় থেকেই এখানকার মেয়েদের বিতর্কের ক্ষেত্রে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়। জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায়ও এ স্কুলের বিতার্কিকরা যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে। এখানে বিতার্কিকের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। বিতর্কের অনুষ্ঠান আয়োজনে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রীরা খুবই তৎপর। প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃশ্রেণী বিতর্ক প্রতিযোগিতা। গত ৭ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৯ সালের প্রতিযোগিতাটি। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ঘোষণা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক প্রখ্যাত দার্শনিক ড. আমিনুল ইসলাম। তার কথা– 'জীবনটাই একটা বিতর্ক। সত্যকে মিথ্যার আড়াল থেকে মুক্তি দেওয়াই বিতর্কের লক্ষ্য।' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। সভাপতিত্ব করেন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ মিসেস জাকেরা রহমান। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, সংসার জীবনের জন্যও বির্তক প্রয়োজন, কেননা এখানেও প্রতিনিয়ত সিদ্ধান্তহীনতা দেখা দেয়।'

প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে নবম শ্রেণী দশম শ্রেণীর সঙ্গে এবং সপ্তম শ্রেণী অষ্টম শ্রেণীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নবম ও দশম শ্রেণীর মধ্যে অনুষ্ঠিত বিতর্কের বিষয় ছিল 'একমাত্র আত্মনির্ভরশীলতাই নারীকে যৌতুকের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে।' নবম শ্রেণীর পক্ষে নিশাত নাজনীন, সুমী ও সোবুক্তা এবং দশম

শ্রেণীর পক্ষে মাসুদা ইয়াসমিন, তাহরিন রহমান ও ফাহমিদা মান্নান অংশগ্রহণ করে। নবম শ্রেণী বিজয়ী হয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিতর্কটি অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে। বিষয় ছিল 'বাংলাদেশের সঙ্গীত শিল্পের ধ্বংসের পিছনে ব্যান্ড সঙ্গীতের প্রভাব সবচেয়ে বেশি।' পক্ষে অষ্টম শ্রেণী, বিপক্ষে সপ্তম শ্রেণী। পক্ষের বক্তারা বলেন, ব্যান্ড সঙ্গীত উচ্চ শব্দসম্পন্ন। এটা শব্দ দূষণের জন্য দায়ী। এ গানের শিল্পীরা গানের চেয়ে নাচানাচি বেশি করেন। এ জন্য একে নৃত্যগীত বললেই ভালো হয়। তারা বলেন, লালন শাহ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল– তাঁদের গানের মাধ্যমে মানুষের অন্তরের কথা বলেছেন এবং এদের গানই আমাদের গর্বের বিষয়। অন্যদিকে বিপক্ষের বক্তারা বলেন, ব্যান্ড সঙ্গীত জীবনমুখী। 'কনসার্ট ফর লাইফ' এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ তারা বলেন, এর মাধ্যমে দুঃখকে নিবারণ করার আহবান জানিয়ে বলা হয়, 'দুঃখিনী দুঃখ করো না। তারা জোর দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গীত শিল্প কি এতোটাই দুর্বল যে, ব্যান্ড সঙ্গীতের প্রভাবে তা ধ্বংস হয়ে যাবে? এ বিতর্কে অষ্টম শ্রেণীর পক্ষে তাসনুভা জাহান (দলনেত্রী), মাপিনাজ ঝুমা ও সালমা ফেরদৌস এবং সপ্তম শ্রেণীর পক্ষে সাদিয়া সিরাজ (দলনেত্রী), রাইয়া আজমী ও সিফাত কালাম অংশগ্রহণ করে। সভাপতিত্ব করেন ড. আমিনুল ইসলাম। বিচারক হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ ও তারিকুল ইসলাম লিটন।

পুরস্কার বিতরণীর আগে দশম শ্রেণীর ছাত্রীরা 'আমি পরাজিত' এ বিষয়ের ওপর একটি চমৎকার প্ল্যানচেট (ভৌতিক) বিতর্ক দর্শকদের উপহার দেয়। এ ধরনের বিতর্ক সচরাচর অনুষ্ঠিত হয় না। এতে বিতার্কিকরা বিভিন্ন মৃত ব্যক্তি যেমন নবাব সিরাজ উদ্দৌলাহ, ইয়াহিয়া খান প্রমখের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এ বিতর্কে বিভিন্ন চরিত্রের পক্ষে নিশাত নাজনীন, ফৌজিয়া রহমান ও রুবাইয়া হাসিন এবং বিপক্ষে দিলরুবা আহমেদ, মারিয়া এহসান ও রায়হানা কাদির অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত শতশত দর্শককে প্রচুর আনন্দ দেয়।

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার আগে তিনদিনব্যাপী বারোয়ারি বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কের বিষয়গুলো ছিল যথাক্রমে ১. এ মুহূর্তে দেশের জন্য প্রয়োজন ..., ২. শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রয়োজন ..... এবং ৩. নকল প্রবণতা রোধে শিক্ষকের চেয়ে অভিভাবকের ভূমিকাই বেশি। তিনদিনের এ প্রতিযোগিতায় প্রায় ১০০ জন বক্তা অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্য থেকে শীর্ষ ১০ জনকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। এরা হচ্ছে– নুসরাত বিনতে নেওয়াজ, রুমানা সুলতানা, সিফাত-ই-জাহান, তাহমিনা বিনতে রহমান, শায়লা আজাদ, মোস্তাফা নাজনীন, হুররাম মাকসুরা, সৈয়দা সাহার মালিক, ফৌজিয়া রশিদ ও শেখ মনজিলা হক। সমগ্র প্রতিযোগিতার সমন্বয়কারী ছিলেন বিতর্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মমতাজ বেগম।